R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে ষ্টীল
ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১২ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৫ সাল।
২৯শে জুলাই, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

পঞ্চায়েত দখলে নীতি বিসর্জন দিল সব দলই

মির্জাপুরে সিপিএম বোর্ড গড়ল তৃণমূলকে নিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এবার সবাইকে চমক দিয়ে শেষ পর্যন্ত বোর্ড গড়ল সিপিএম। গত ২৬ জুলাই বোর্ড গঠনের দিন দু'জন তৃণমূল সদস্য নাদির হোসেন ও বাবলু সরকার সিপিএমকে সমর্থন করায় সিপিএম বিনা বাধায় শুধু বোর্ডই গড়েনি, সিপিএমের আসরাফ আলি (লখু) প্রধানও নির্বাচিত হয়েছেন। রাজ্যের বহু পঞ্চায়েতে সিপিএমকে ঠেকাতে কংগ্রেস তৃণমূল বা বিজেপির সঙ্গে বোর্ড গঠন করছে, সেখানে মির্জাপুরই ব্যতিক্রম পঞ্চায়েত যেখানে সিপিএম-তৃণমূল জোট বোর্ড গঠন করল। তবে সিপিএমের মতে তৃণমূলের শুধু ঐ দুই সদস্যই নয়, অপর সদস্য জয়ন্ত চ্যাটার্জীও তাড়াতাড়ি সিপিএমে যোগ দিচ্ছেন। মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৮টি আসনের মধ্যে সিপিএম ৮, তৃণমূল কংগ্রেস ৫, বিজেপি ৩ এবং কংগ্রেস ২টি আসন পায়। তৃণমূলের দুই সদস্য জয়ন্ত চ্যাটার্জী ও ফকরুজ্জামান ভোটদানে বিরত থাকেন। অন্যদিকে প্রধান পদের অপর দাবীদার বিজেপির হারাধন দাস কংগ্রেস ও বিজেপির ৫টি ছাড়াও তৃণমূলের ১টি ভোট পান। কংগ্রেসের অভিযোগ নাদির হোসেনকে প্রধান করার ব্যাপারে অনেকে গররাজী হওয়ায় পূর্বেই সিপিএমের সঙ্গে রফা করে তৃণমূলের ৪ জন সদস্যের দুজন সিপিএমকে ভোট দেন ও অন্য দুজন ভোট দেননি। অন্যদিকে গনকর সংরক্ষিত আসনে (শেষ পৃষ্ঠায়)

রাজনৈতিক প্রভাবে ধনী ব্যক্তির স্ত্রীর নামে লক্ষাধিক টাকার খাস জমি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া বাণীপুর দুর্গামন্দিরের দক্ষিণে সদর রাস্তার উপর ঐ এলাকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত বামচরণ মণ্ডলের স্ত্রী প্রভাবতী মণ্ডলের নামে ন শতক খাস জমি পাট্টা দেওয়া হয়েছে। যার বর্তমান বাজার দাম কয়েক লক্ষ টাকা। জানা যায় বামচরণের বাড়ী সুতী থানার বহুতালী অঞ্চলের শিখোরী গ্রামে। বাড়ী, জমি, পুকুর, বাগান নিয়ে ঐ অঞ্চলের তিনি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। হঠাৎ সিপিএমের ছত্র-ছায়ায় এসে রহস্যজনকভাবে স্ত্রীর নামে পাট্টা পেয়ে গেলেন। গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায়— ঐ খাস জমিতে জঙ্গিপুরের তদানীন্তন মহকুমা শাসক এস, সুরেশকুমার ফায়ার ব্রিগেড অফিস এবং পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। বর্তমানে ঐ ফাঁকা জায়গা ছেলে মেয়েদের খেলাধূলার ব্যবহারে রাখা হোক এই প্রস্তাব জানিয়ে গত ২০ জুলাই বাণীপুরের গ্রামবাসীরা মহকুমা শাসকের কাছে এক লিখিত ডেপুটেশন দিয়েছেন। বিজেপির পক্ষ থেকে বামচরণের সম্পত্তির বিবরণ জানিয়ে সাম্প্রতিক সেটেলমেন্ট রেকর্ডও নাকি মহকুমা শাসকের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে খবর, বামচরণ মণ্ডল সর্বসাধারণের ব্যবহারের ঐ খাস জমি দখল নিয়ে রাতারাতি পিলার তৈরীর কাজ শুরু করলে গ্রামবাসীদের আবেদনক্রমে ঐ জায়গার উপর ১৪৪ ধারা জারী করে নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

সুতী ২ ব্লকের সভাপতি পদ নিয়ে সিপিএমের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদের দুই প্রধান দাবীদার সিপিএমের লোকাল কমিটির সদস্য অমর দাস এবং প্রাক্তন কংগ্রেসী বর্তমানে সিপিএম নেতা হোসেন আলির মধ্যে তীব্র প্রতি-যোগিতা দেখা দিয়েছে। সিপিএমের এই দুই জবরদস্ত স্থানীয় নেতাকে নিয়ে এলাকায় নানা ধরনের গুজব চলছে। শোনা যাচ্ছে একসময়ে সামান্য ধোঁয়াহীন গুল ব্যবসায়ী অমর দাস বর্তমানে সুতী থানা মার্কেটিং সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান। তাই তাঁকে বাড়তি দায়িত্ব না দিয়ে হোসেন আলিকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদ দেবার জন্য সিপিএমের এক মহল সক্রিয় হয়েছে বলে খবর।

অ্যাঃ পি এফ কমিশনারের গাড়ী আটক করে ফাইল ছিনতাই

স্থানীয় সংবাদদাতা : গত ২০ জুলাই অরঙ্গাবাদে সহকারী পি এফ কমিশনার এস কে ভট্টাচার্য্যর গাড়ী একদল ক্ষুব্ধ জনতা অবরোধ করে রাখে। তাঁর ফাইলপত্র কেড়ে নিয়ে গাড়ীর চাকার হাওয়া খুলে দেওয়া হয়। পরে তিনি সুতী থানায় অভিযোগ করলে ফাইলপত্র উদ্ধার হলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। সংবাদে প্রকাশ, বিড়ি বাইণ্ডারদের পিএফ সংগ্রহ নিয়ে বিড়ি কোম্পানীগুলিকে সতর্ক করার জন্য শ্রী ভট্টাচার্য্য অরঙ্গাবাদে আসেন। তাঁর এ অভিযানে বিড়ি কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করতে পারে এ ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ায় বিভিন্ন কোম্পানীর শ্রমিকরা তাঁর গাড়ী ঘেরাও করে। পরে বিড়ি মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশনে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ ভাবিবার কথা ॥

রঘুনাথগঞ্জ শহরে ছেলেদের এবং মেয়েদের স্কুল মাত্র দুইটি। জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় সমস্ত সরকারী অফিস, কোর্ট-কাছারি, প্রধান ডাকঘর ইত্যাদি রঘুনাথগঞ্জ শহরে অবস্থিত। ইহা ছাড়াও বহু বাসরুট এখানে। এই সুবাদে শহরের সম্প্রসারণ খুব দ্রুত ঘটিতেছে। বাজার-হাট, দোকানপত্র প্রভৃতি সংখ্যায় ক্রমবর্দ্ধমান। ফলতঃ রঘুনাথগঞ্জ শহরের ছেলেদের এবং মেয়েদের বিদ্যালয় দুইটিতে পাঠার্থী ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যা প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। এই দুই বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বেশ সন্তোষজনক হইতেছে বলিয়া শহরের বাহির এলাকা হইতেও ছাত্র-ছাত্রীদের এখানে পড়াশুনা করিবার আগ্রহ বাড়িয়া চলিয়াছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, মহকুমার কর্মকেন্দ্র, শাহরিক সম্প্রসারণ, বিদ্যালয়ের সুনাম ইত্যাদির কারণে কয়েক বৎসর হইতে এই দুই বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারটি সমস্যাপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বৎসর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বিষয় লইয়া যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে।

বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিবার জন্য উভয় বিদ্যালয়েই ভর্তি পরীক্ষা লওয়া হয়। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এবং বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান ও পাঠনের সম্ভাব্যতা বিচার-বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। তৎসংক্রান্ত কাজকর্ম প্রধান শিক্ষক বা প্রধানা শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সহযোগিতায় করিয়া থাকেন। নানা সঙ্গত কারণে এই বৎসর বেশ কিছু ছাত্র বা ছাত্রীকে ভর্তি করিতে পারা যায় নাই। আর সেই সুবাদে রাজনৈতিক দল ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এই দুই বিদ্যালয়কে কাঁপাইয়া দিয়াছে। উভয় বিদ্যালয়েই আরও ছাত্র বা ছাত্রী ভর্তি করিতে হইবে বলিয়া রাজনৈতিক দাবী উঠিয়াছে এবং তাহার জন্য পঠন-পাঠনেরও দ্বাদশঘটিকা বাজিতেছে। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুলে সম্প্রতি প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক মহাশয়গণকে ঘেরাও-এর শিকার হইতে হইয়াছিল। বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তির দাবীতে ষ্ট্রাইক হইয়াছিল।

কিন্তু যেখানে মূল সমস্যা, সেখানে কী প্রশাসন, কী রাজনৈতিক দল—সকলেই নির্বিকার। বেশী ছাত্র বা ছাত্রী ভর্তি করিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন না যদি পড়াইবার উপযুক্ত পরিবেশ—যথা, গৃহাদির ব্যবস্থা, শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়াইবার ব্যবস্থাদি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হইবার যোগ্যতা থাকে। কিন্তু সে সমস্যার দিকে নজর না দিয়া ঘেরাও অথবা হুজ্জত-হাঙ্গামা করিলে কোন্ সুরাহা হইবে? স্থানীয় অভিভাবকগণ এবং দলমতনির্বিশেষে সব রাজনৈতিক নেতৃত্ব সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুন—যাহাতে বিদ্যালয়ে স্থানের সংকুলান হয়, আরও শিক্ষক পাওয়া যায়। শুধু হুজ্জতের রাজনীতি দিয়া শিক্ষার যে পঞ্চভূতে লীন হইবার ব্যবস্থা হয়, তাহাতে আর যাহা হউক, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অপমৃত্যু ঘটে। ইহা ভাবিবে কে?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ভর্তির সমস্যা প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকার ২২শে জুলাই '৯৮ সংখ্যায় ভর্তির সমস্যা নিয়ে প্রতিবেদন পড়ে মনে হচ্ছে এখনও পর্যন্ত কি প্রশাসন, কি রাজনৈতিক দাদারা বুঝতে পারছেন না কি প্রয়োজন? এমন কি ছাত্র সংগঠনের মহান কর্মীরা যাঁরা স্কুল বন্ধ করে ঘেরাও করে স্কুলের সময় ও সম্পত্তির ক্ষতি করে সমাধান খুঁজছেন তাঁরাও বুঝতে পারছেন না নতুন বিদ্যালয়ের কত প্রয়োজন? যখন অবিভক্ত বাংলায় সাত কোটী লোক ছিল তখন একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকলে এখন এক তৃতীয়াংশ বাংলায় কমপক্ষে কটা বিদ্যালয় প্রয়োজন হতে পারে এবং তা আদৌ হয়েছে কি? অতএব, সমস্ত ছাত্র সংগঠনের কাছে অনুরোধ তথাকথিত ছাত্র স্বার্থ দেখতে বন্ধ বা সমার্থক কিছু নয়, এমন গড়ার পরিকল্পনা নিন যাতে আমরা মাথা নত করে আপনাদের চরণ স্পর্শ করার জন্য আকুল হই। শিক্ষণ সমাজের কাছে অনুরোধ রাখি, আপনারা আমাদের দিয়েছেন অনেক, পেয়েছেন সামান্যই। কিন্তু আজ যদি আপনারা আপনাদের প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে আমাদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে দেন, আপনারাও যদি বন্ধ বয়কট করে আত্মসমর্পণ করেন, অবিবেচক হন তাহলে কিন্তু শুধু আমাদের কাছে নয় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও ত্যাগের মহান ঐশ্বর্য্য শোনানোর মুখ আপনাদের আর থাকবে না। সবশেষে অনুরোধ রাখি রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের কাছে যাঁরা ইচ্ছে করলে প্রতি বৎসর প্রতি জেলায় একটা করে নতুন বিদ্যালয়, কিংবা একই বিল্ডিং-এ দুটি শিফটে দুটি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার ঘরে যে অশিক্ষার গর্ভসঞ্চার হচ্ছে তার জন্য কি কিছুই করার নেই আপনার? নাকি বিগত দিনের মতই সময় দিতে পারবেন না এই ছোট কাজটার জন্য?

আশিসকুমার ঘোষাল
রঘুনাথগঞ্জ

২৫/৭/৯৮

প্রসঙ্গ ঃ মহকুমার বিড়ি শ্রমিকদের হাল হকিকৎ

[জঙ্গিপুর মহকুমা তথা রাজ্যের বিড়ি শিল্পে মুন্সীদের উপস্থিতি বিশেষ জরুরী। বিড়ি উৎপাদন থেকে শুরু করে বিড়ি শিল্পের যে কোনো সমস্যার সমাধানে এদের ছাড়া এক পাও এগোনো সম্ভব নয়। বিড়ি শ্রমিকদের অবস্থার ধারাবাহিক বর্ণনের দ্বিতীয় পর্বে আজ মুন্সীদের কথা।]

কারচুপির মুন্সীয়ানায় এগিয়ে থাকলেও মুন্সীরা নিশ্চিন্তে নেই

বিড়ি শিল্পে মুন্সীরা না ঘরকা না ঘাটকা। এঁরা শ্রমিক বা কর্মচারী নন। আবার কোনোভাবেই এঁরা মালিক নন। প্রতি বছর টেণ্ডার ডেকে মালিকরা এঁদের নিয়োগ করেন। এঁদের কাজ কোম্পানী থেকে পাতা মসলা নিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে বিড়ি তৈরী করিয়ে কোম্পানীতে পৌঁছে দেওয়া। আজ আছেন, সামনের বছর যে থাকবেন তার কোনো স্থিরতা না থাকলেও চূড়ান্তভাবেই অস্থায়ী এই সম্প্রদায়কেই বিড়ি বাইণ্ডারদের সুখ দুঃখের দেখভাল এবং পিএফ, পরিচয়-পত্র প্রদানের মতো চূড়ান্তভাবেই স্থায়ী কাজের দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দেবার একটা চেষ্টা আছে বিড়ি মালিকদের এমনকি সরকারেরও। পিএফ বিভাগ তো এক পা এগিয়ে গিয়ে এঁদের জন্য পিএফ সংগ্রহের সাবকোডও দিয়ে ফেলেছেন। মুন্সীদের মালিকরা ব্যবহার করেন বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে। কিন্তু যখন সরকারী আধিকারিকদের উপস্থিতি মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনের নেতারা হাতাহাতিকে হ্যাণ্ডশেক কিংবা গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করেন তখন কিন্তু এঁদের কথা কারো মনেও আসে না। এই প্রসঙ্গে জঙ্গিপুর বিড়ি মুন্সী সংগঠনের সৈয়দ আলি আখতার বলছিলেন প্রতি বছর টেণ্ডারে নির্বাচিত হবার পর মুন্সীদের সাদা ষ্ট্যাম্প কাগজে সই করে জমা দিতে হয় মালিকদের ঘরে। পিএফ সংগ্রহের জন্য তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবী বাড়তি পারিশ্রমিক। বিড়ি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সহ-সম্পাদক রাজকুমার জৈনের বক্তব্য মুন্সীরা পিএফের টাকা সংগ্রহ করেন ঠিকই তবে এর কাগজপত্র তৈরী করে কোম্পানীর কর্মীরা। কারণ অনেক মুন্সী (৩য় পৃষ্ঠায়)

শ্রমিকদের হাল হকিকৎ (২য় পৃষ্ঠার পর)

লেখাপড়া জানে না। তাই বাড়তি পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে না। তবে যখন ব্যাপকভাবে পিএফ চালু হবে তখন এ বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। মুন্সীদের বিরুদ্ধে নানা মহলের অভিযোগ পাতা মসলা চুরি থেকে শুরু করে মজুরী চুরির মতো নানা অনিয়মের। এ বিষয়ে বিড়ির মুন্সীরা অনেকেই স্বীকার করেছেন এক লক্ষ বিড়ি তৈরী করানোর জন্য তাঁরা বর্তমানে পান ১৫৩ টাকা যার ১২০ টাকার মতো খরচ হয়ে যায়। তাই নিতান্তই বেঁচে থাকার জন্য তাদের কারচুপির আশ্রয় নিতেই হয়। তাই তাঁদের দাবি স্থায়ী কর্মী হিসাবে নিয়োগের। তাঁদের নির্দিষ্ট বেতন দেওয়া হোক। সেই সঙ্গে উৎপাদন ভিত্তিক কমিশন। কারণ তাঁরা চান নিরাপত্তা। এই প্রসঙ্গে শ্রম দপ্তরের জনৈক পরিদর্শকের মন্তব্য এ কাজ যদি কোনো-দিন হয় তবে শিল্পের চেহারাই বদলে যাবে। তবে মালিকরা এ দাবি মেনে নেবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ অরঙ্গাবাদের বিধায়ক হুমায়ন রেজার মতে মুন্সীরা বিড়ি মালিকদের একটা বিশ্বস্ত হাতিয়ার। এদের সামনে শিখণ্ডী খাড়া করেই বিড়ি মালিকরা শ্রমিকদের উপর শোষণ করেন। ৫০ এর দশকে যখন বিড়ি শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেন তখনই বিড়ি মালিকরা এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। সিটু নেতা তুষার দে চান এ সম্প্রদায়ের অপসারণ। তাঁর মতে শ্রমিকদের উপর সবচেয়ে বেশী অত্যাচার করে এই মুন্সীরা। এরা মালিকদের কাছ থেকে যে পরিমাণ পাতা মশলা পায় তার একটা অংশ খোলাবাজারে বিক্রি করে দেয়। শ্রমিকদের মজুরিও চুরি করে। শ্রমিকদের স্বার্থেই বিড়ি শিল্প থেকে এদের বিলোপ চাই। রাজকুমার জৈন এ প্রসঙ্গে বলেন—অস্থায়ী নিয়োগের পিছুটান থাকা সত্ত্বেও মুন্সীদের কারচুপি বন্ধ করা যায় না। আর স্থায়ী কর্মী হলে এদের জায়গায় যাদের আবির্ভাব হবে তারা পুকুরচুরি করবেন। শ্রম দপ্তরের কর্মীরা আরও দুটি অনিয়মের উল্লেখ করেছেন। (এক) গ্রামে গ্রামে বড় মুন্সীর সাব মুন্সী নিয়োগ। সাব মুন্সী শ্রমিকদের মজুরীর একটা অংশ কেটে নিজের কমিশনের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া পাতা মশলা চুরি তো আছেই। সরকারীভাবে এদের কোনো অস্তিত্ব না থাকার জন্য এদের অনিয়ম নিয়ে কোনো কিছুই করা যায় না। দ্বিতীয় বিষয় ছিলাই পট্টি। বিড়ি শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে বিড়ি মালিকদের চুক্তি অনুসারে প্রতি হাজারে সর্বোচ্চ ৫০টি বিড়ি গুণমানের কারণে বাদ দেওয়া যেতে পারে। বিড়ি চেকিং করে মুন্সীরা তা বাদ দিয়েও দেন। এ ছাড়া তারা বাইণ্ডারদের কাছ থেকে ৫০টি বিড়ি ছিলাই পট্টি হিসাবে আদায় করেন। এর জন্য তাদের কোনো মজুরি দেওয়া হয় না। এ ধরনেরই নানা ফন্দিফিকিরের আশ্রয় নিয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে মুন্সীদের মুন্সীয়ানা সর্বজনবিদিত। শ্রম আধিকারিকদের বক্তব্য মুন্সীরা যদি কনট্রাক্ট লেবার আইন ১৯৭০ আইনের আওতায় আসতেন তবে তাঁদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যেতো। কিন্তু বর্তমান আইনের মাধ্যমে এঁদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া যায় না। বিড়ি উৎপাদনের কথা মাথায় রেখেই শিল্প থেকে মুন্সীদের অপসারণ কাম্য হলেও সম্ভব নয়। কারণ কোনো কোম্পানীর পক্ষেই তাঁদের নিজের কারখানায় বসিয়ে কোটি কোটি বিড়ি বাঁধানো বাস্তবে সম্ভব নয়। কিন্তু মুন্সীদের উপর আইনী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করলে তাদের কারচুপি বন্ধ করা যায়। দেওয়া যায় এদের জীবিকার নিরাপত্তা। বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধলেই চুরি বন্ধ হবে এ কথা জানেন সবাই—কিন্তু ঘন্টা বাঁধবে কে?

জীবনবীমার ক্রেতা সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৮ জুলাই ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের স্থানীয় শাখা ক্রেতা সম্মেলনের আয়োজন করেন তাঁদের অফিসে। সম্মেলনে শাখা প্রবন্ধক জে. সি. রায়, ম্যানেজার (সেলস) এম. কে. সরকার, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার এস. কে. সিনহা, ডিভিসনাল ম্যানেজার (ক্লেমস্) আর. এন. ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শাখা অফিসারদের সঙ্গে ক্রেতাদের মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সম্মেলনকে আরও বৃহদাকার রূপদানের প্রস্তাব রাখা হয়।

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

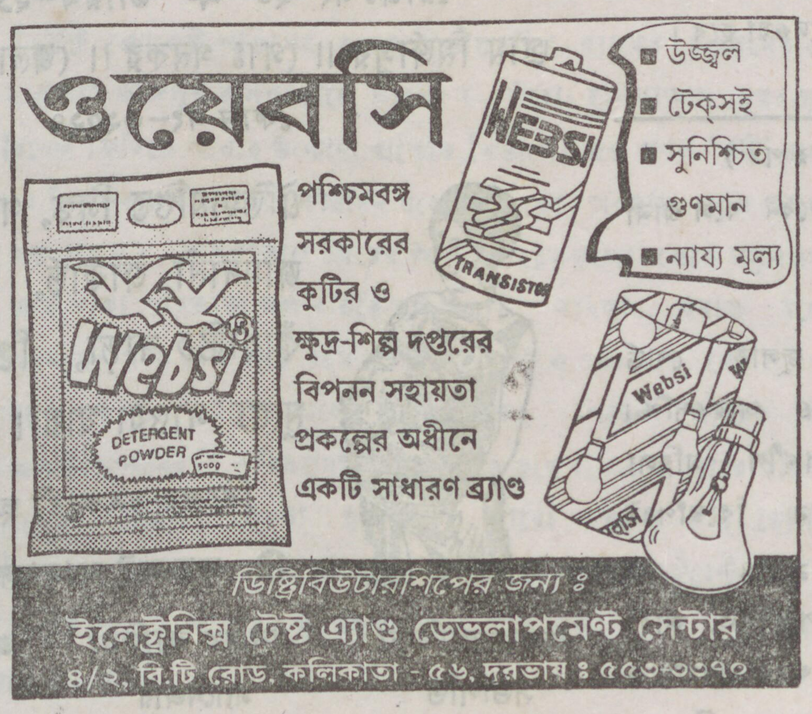

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

চালু চিমনী ভাটা বিক্রী

৩৪নং জাতীয় সড়কের ধারে গদাইপুর এলাকায় একটি চালু চিমনী ভাটা এবং ব্যবসা উপযোগী আনুমানিক ২৫ বিঘা জায়গা বিক্রী আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
অশোককুমার জৈন
মহাবীর বস্ত্রালয়
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : ৬৬২২৩

পাটের ক্ষেতে মৃতদেহ

ধুলিয়ান : সামসেরগঞ্জ থানার জাফরাবাদ গ্রামের পাট ক্ষেতে গত ১৭ জুলাই একজন পুরুষের মৃতদেহ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করেন। অনুসন্ধানে জানা যায় মৃতদেহটি জিগরী গ্রামের মরতুজ আলি নাদাপের (৩০)। মরতুজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমাজবিরোধী কাজের অভিযোগ পুলিশের খাতায় আছে বলে জানা যায়। এই হত্যার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বা কোন কারণ জানা যায়নি।

ডাঃ ধ্রুব রায়

নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ সার্জেন এবং অডিওমেট্রিস্ট

(কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত)

প্রতি রবিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত

নিম্ন ঠিকানায় বসবেন—

কসমো মেডিক্যাল ষ্টোর্স

রঘুনাথগঞ্জ ঃ বাগানবাড়ী ঃ মুর্শিদাবাদ

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমী (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার) আয়োজিত

দেশাত্মবোধক গানের প্রতিযোগিতা

নিয়মাবলী ঃ— ☐ প্রতিযোগিতা হবে দুটি বিভাগে 'ক' বিভাগ দশ হইতে চৌদ্দ বছর, 'খ' বিভাগ পনের হইতে উনিশ বছর। ☐ গান 'ক' বিভাগ, ১) এখন আর দেরী নয় (রবীন্দ্র ৪৬) অথবা নিশিদিন ভরসা রাখিস (রবীন্দ্র ৪৬), ২) মোরা একই বৃন্তে দুটি (নজরুল) অথবা দে দোল দে দোল (নজরুল), ৩) হও ধরমেতে ধীর (অতুলপ্রসাদ), ☐ গান 'খ' বিভাগ ১) বিধির বাধন কাটবে (রবীন্দ্র ৪৬) অথবা বুক বেধে তুই দাঁড়া (রবীন্দ্র ৪৬), ২) হে পার্থসারথী বাজাও (নজরুল) অথবা গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা (নজরুল), ৩) মোদের গরব মোদের আশা (অতুলপ্রসাদ)। ☐ সময় সীমা—৫ মিনিট, ☐ প্রতিযোগিতার স্থান— বহরমপুর রবীন্দ্রসদন, ☐ প্রতিযোগিতার দিন—৮ই অগাষ্ট (২২শে শ্রাবণ), ☐ সময়—সকাল আটটা, ☐ প্রতিযোগীদের নিজস্ব হারমোনিয়াম ও যন্ত্র এবং সঙ্গতকার আনতে হবে। ☐ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে বয়সের প্রমাণপত্র ও বাসস্থানের প্রামাণ্য নথি দিতে হবে। ☐ আবেদন সংশ্লিষ্ট মহকুমার মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তরে অথবা বহরমপুর রবীন্দ্রসদন এবং মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তরে দেওয়া যাবে। ☐ আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ৬/৮/৯৮। ☐ এ ব্যাপারে বিশদ কিছু জানার থাকলে মহকুমা অথবা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তরে যোগাযোগ করুন। ☐ প্রতিযোগীদের শংসাপত্র দেওয়া হবে।

☐ কোন প্রবেশ মূল্য লাগবে না।

পঞ্চায়েত দখলে নীতি নেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

জয়ী মহিলা প্রার্থী (সিপিএমের) উপ প্রধান পদ পাবেন বলে জানা যায়

বংশবাটীতে বোর্ড গড়ল বিজেপি—বামফ্রন্ট

সুতী ১নং ব্লকের বংশবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতে গত ২৭ জুলাই বোর্ড গঠনে বিজেপিকে নিঃশর্ত সমর্থন জানাল সিপিএম ও আরএসপি। প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির অল্পবয়সী তপশীল মহিলা (সংরক্ষিত) ঝুনকী মণ্ডল (কোনাই) ও উপপ্রধান বিজেপিরই সুবোধ প্রামাণিক। উভয় ক্ষেত্রেই ভোটের ব্যবধান ৯—৪। এই পঞ্চায়েতে বিজেপির সদস্য সংখ্যা ৪, কংগ্রেস ৩, সিপিএম ৩, আর-এসপি ২ ও তৃণমূল কংগ্রেস ১ ; মোট ১৩ জন। এখানে প্রথমদিকে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি একত্রে বোর্ড গড়ার পরিকল্পনা করে। ঠিক হয় বিজেপি পাবে প্রধান ও কংগ্রেস উপপ্রধান পদ। বিজেপি এতে সন্তুষ্ট না হয়ে পরে অন্য চিন্তা করে বলে বিজেপি নেতা চিত্ত মুখার্জী জানান। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধান উমাপতি মণ্ডল বলেন বিজেপি প্রধান এবং উপপ্রধান দুটি পদের লোভে দলীয় নীতি বিসর্জন দিয়ে সিপিএমের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে। বিজেপির মণ্ডল কমিটির সভাপতি তপন রায়, যিনি সম্প্রতি সিপিএম থেকে বিজেপিতে এসেছেন তাঁর চেষ্টায় এই অশুভ আঁতাত সম্ভব হয়েছে বলে উমাপতিবাবু জানান।

গাড়ী আটকে ফাইল ছিনতাই (১ম পৃষ্ঠার পর)

আলোচনায় ঠিক হয় ধীরে ধীরে সমস্ত বিড়ি বাইণ্ডারদের আওতায় আনা হবে। এছাড়া মহকুমায় পি এফের একটি অফিস খোলার দাবীও সব মহল জানিয়েছেন।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনস্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।